কালের কণ্ঠ

17 AUG 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাছুম বিল্লাহ ▷

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা কেন প্রয়োজন

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ব্যাপারে 'সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা' নেওয়ার কথা শুনে আসছি অনেক দিন থেকেই। কিন্তু বাস্তবায়নের কোনো নিশানা দেখছি না আজও। কয়েক বছর ধরে একটু একটু শুনছি সমন্বিত কিংবা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার কথা। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের খুব একটা জোরালো কিংবা ফলপ্রসূ আলোচনা শোনা যাচ্ছে না। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তরের সময়ও তিনি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতির খোঁজ নেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব উপাচার্যকে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দপ্তরে একটি বৈঠক আয়োজনের কথাও তিনি বলেন এবং রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তার পরও বিষয়টি তেমন একটা এগোয়নি। কিছু যৌক্তিক কারণে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমন্বিতভাবে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না; কিন্তু গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া তেমন একটি জটিল ব্যাপার নয়। যেমন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসঙ্গে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে অন্য একটি ভর্তি পরীক্ষা এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আবার আলাদা একটি ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা করতে পারে। এখন যেটি প্রচলিত আছে, তাতে একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদাভাবে ফরম কিনতে হয়। এতে একদিকে যেমন একজন শিক্ষার্থীর অনেক অর্থ ব্যয় হয়; অন্যদিকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয়। এতে শিক্ষার্থীদের সময়ের অপচয় ঘটে, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদিও এ থেকে কিছু বাড়তি টাকা উপার্জন করতে পারে।

এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগেরই প্রথম টার্গেট থাকে ভালো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, টেক্সটাইল কলেজ, মেরিন একাডেমি। এসব প্রতিষ্ঠানের আসনসংখ্যা সীমিত। এবার উচ্চশিক্ষায় ভর্তিতে এসব প্রতিষ্ঠানের ৫২ হাজার আসন নিয়েই প্রতিযোগিতা হবে। যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না, তাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে পড়তে হবে। তা ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এত দিন দুইবার ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া যেত; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এটি একবার করায় রাজশাহী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই পথ অনুসরণ করছে। ফলে শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেন্ট্রাল পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। তারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে আর আমরা তার একটি স্টেটের মতো অথচ সমন্বিত কিংবা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারছি না।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের শত শত ঘণ্টা সময় নষ্ট করে, শরীরের ওপর প্রচণ্ড ধকল সইয়ে ছুটতে হয় অজানার উদ্দেশে। ধরুন, পটুয়াখালী থেকে একটি ছেলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কয়েক দিন তো তার পথে পথেই যাবে। এরপর ছেলেটি গিয়ে থাকবে কোথায়? অনেকেই গিয়ে হলে গাদাগাদি করে থাকার চেষ্টা করে। ফলে ওখানকার নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। হল প্রশাসনকে পড়তে হয় বাড়তি ঝামেলায়। এখন ওই শিক্ষার্থী খাবে কোথায় এবং কী খাবে? আমাদের দেশের হোটেলগুলোর যে অবস্থা তাতে আপনি টাকা দিয়ে আমাশয়, টাইফয়েড আর হেপাটাইটিস বি পীড়ার কিছু জীবাণু কিনবেন। পথেঘাটে এগুলো খাওয়ার পর অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর আবার নতুন পরিবেশে রাতে (হলে যদি জায়গা পেয়েও যায়) ঘুম আসবে না, মন অস্থির থাকে। তার ভর্তি পরীক্ষা আশানুরূপ হয় না। এ তো গেল ছেলেদের কথা। মেয়েদের কথা একটু চিন্তা করুন। তাদের কী অবস্থা? তারা তো একা যাচ্ছে না। সঙ্গে মা-বাবা, ভাই-বোন কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শত শত ঘণ্টা নষ্ট করে, শরীর খারাপ করে হয়তো কোনো ক্যাম্পাসে গিয়ে উঠল; কিন্তু থাকবে কোথায়? খাবে কী? প্রার্থী হয়তো হলে জায়গা পেল; কিন্তু তার সঙ্গে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা থাকবেন কোথায়? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের এই বাস্তব অবস্থার কথা নিশ্চয়ই ভালোভাবে অবগত আছে। রাষ্ট্রের যোগাযোগব্যবস্থার চরম অবনতি, হোটেল-রেস্তোরাঁর অস্বাস্থ্যকর খাবার, নিরাপত্তাহীনতা—এগুলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগুলোর কোনো উন্নতি ঘটাতে পারবে না। কিন্তু তারা এতটুকু তো পারে যে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের এত ঝামেলা, নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্য ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে হবে না। তারা অন্তত গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা চালু করতে পারে।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত,
সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক
masumbillah65@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
উপ-পরিসংখ্যান বিভাগ
ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর